৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলী

লেকচার: 09

Topic:

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য: শিল্প উৎপাদন, পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ, গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক লেনদেন, অর্থপ্রেরণ, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি

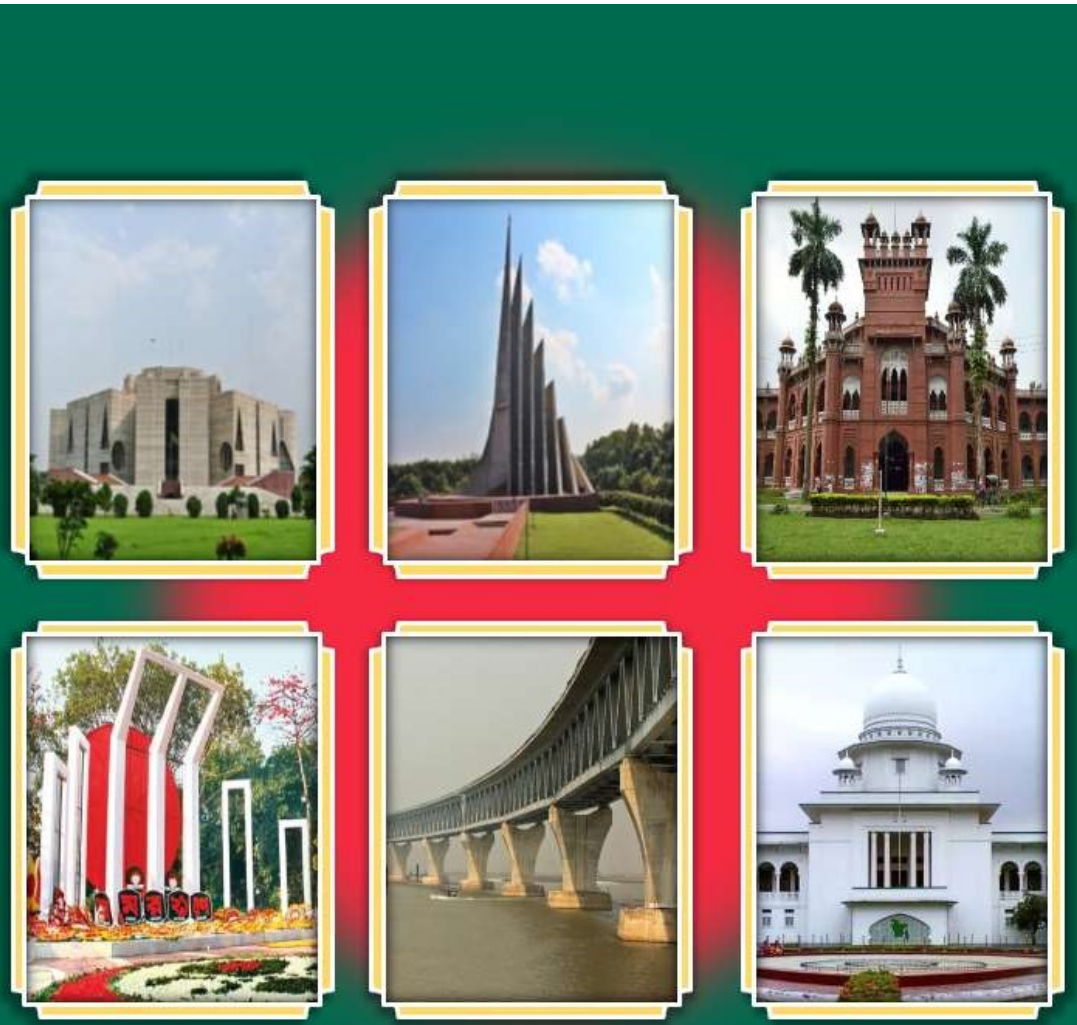

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

আলোচ্য বিষয়

বাংলাদেশের
শিল্প ও বাণিজ্য
০১
শিল্প উৎপাদন
০২
পণ্য আমদানি
ও রপ্তানিকরণ
০৩
গার্মেন্টস শিল্প ও
এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা
০৪
বৈদেশিক লেনদেন
ও
অর্থপ্রেরণ
০৫
ব্যাংক ও বীমা
ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

১. বাংলাদেশের শিল্পখাত

মূলত কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ হলেও বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান ক্রমশ বাড়ছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুসারে বাংলাদেশের GDP তে শিল্পখাতের অবদান ৩৫.৩৬% এবং দেশের মোট শ্রমশক্তির ২০.৪% নিয়োজিত আছে শিল্পখাতে।

GDP তে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা বৃহৎ শিল্পখাত ৪টি। যথা-

১. খনিজ ও খনন
২. ম্যানুফ্যাকচারিং
৩. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ
৪. নির্মাণ শিল্প।

এই ৪টির মধ্যে GDP তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ২৪.১৮%। ২০১৬ সালে সর্বশেষ শিল্পনীতি প্রণীত হয়। এই শিল্পনীতির লক্ষ্য ছিলো ২০২১ সাল নাগাদ GDP তে শিল্পখাতের অবদান ৩৫% এ এবং মোট শ্রমশক্তির ২৫% শিল্পখাতে উন্নীত করা। প্রথম লক্ষ্যটি অর্জিত হলেও শ্রমশক্তির লক্ষ্য এখনও অর্জিত হয়নি।

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

১ শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পূর্বে সাবেক পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় বানিজ্য ও শিল্প ডিপার্টমেন্ট-এর মাধ্যমে শিল্প সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। মুজিবনগর সরকারের শিল্পমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নামে একটি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন ইউসুফ আলী। পরবর্তীতে শিল্প ও বাণিজ্য দুইটি আলাদা মন্ত্রণালয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনও শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক হয়ে যায়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বর্তমানে ৪টি সংস্থা, ৬টি দপ্তর/অধিদপ্তর এবং একটি বোর্ড কাজ করছে।

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪টি সংস্থা:

- **বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (BCIC):** ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার অধীনে রয়েছে ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান যার ৮ টিই হলো সার কারখানা। বাকি ৫টি অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান হলো কর্ণফুলী কাগজ, খুলনা হার্ডবোর্ড, ছাতক সিমেন্ট, উসমানীয়া গ্লাসশীট এবং মিরপুরের ইনস্যুলেটর ও স্যানেটারি ফ্যাক্টরি।
- **বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (BSFIC):** ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ১৫টি চিনিকল রয়েছে।
- **বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (BSEC):** ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ স্টিল মিল কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ কর্পোরেশন একত্র হয়ে এই সংস্থাটি গঠিত হয় এর অধীনে রয়েছে ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। যাদের মধ্যে গাজীপুরের টঙ্গিতে মোটর সাইকেল সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাটলাস বাংলাদেশ লি. এবং চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে অবস্থিত প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি.।
- **বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (BSCIC):** ১৯৫৭ সালে তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক আইন পরিষদে উত্থাপিত বিলের পরিপ্রেক্ষিতে সে বছর ৩০ মে পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (EPSIC) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর এটির নাম বদলে BSCIC করা হয়।

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

➲ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ৬টি দপ্তর/অধিদপ্তর

- **বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI):** ২৫শে জুলাই, ১৯৮৫ তারিখে তৎকলীন সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরি (CTL) ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন (BDSI)-কে একীভূত করে বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত 'দি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন অধ্যাদেশ, ১৯৮৫-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) গঠিত হয়। এটি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

- **পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (DPDT):** ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দপ্তরের কাজ মেধাসম্পদ রক্ষা। এই প্রতিষ্ঠানটি ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন দিয়ে থাকে। এছাড়াও GI পণ্যের স্বীকৃতি প্রদান করে DPDT।

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

- **বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (BITAC):** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি, আমদানি বিকল্প যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামত এবং গবেষণা ও উন্নয়ন দ্বারা প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও হস্তান্তরই হলো BITAC এর প্রধান কাজ। ১৯৬২ সালে শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (IRDC) এবং শিল্প উৎপাদনশীলতা সেবা (IPS) একীভূত করে শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন Pakistan Industrial Technical Assistance Center (PITAC) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (BITAC)
- **ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (NPO):** সরকারের উৎপাদনশীলতার নীতি তৈরী এবং বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়:** ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দপ্তর বয়লার আমদানির জন্য ছাড়পত্র দেয়।
- **বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BMI):** এটিও ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড রয়েছে।

POLL QUESTION-01

✪ বর্তমানে BSCIC এর নিয়ন্ত্রণাধীন কয়টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে?

(a) ৫ টি

(b) ৮ টি

(c) ১০ টি

(d) ১৩ টি

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

১. পাট শিল্প

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক প্রধান শিল্প হলো পাট শিল্প এবং পাট ও পাটজাত পণ্য দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য। জুলাই ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত চলতি অর্থবছরের ৯ মাসে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে প্রায় ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ। এই অঙ্ক গত অর্থবছরের পুরো সময়ের চেয়েও ৮ দশমিক ১ শতাংশ বেশি। আর আগের অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ের চেয়ে তা ২৩ শতাংশ বেশি। এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছরে পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে ১৩০ কোটি (১.৩ বিলিয়ন) ডলারে গিয়ে পৌঁছবে বলে প্রত্যাশা করছেন রপ্তানিকারকরা।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) রপ্তানি আয়ের যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে (জুলাই-মার্চ) পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ ৯৫ কোটি ৩৫ লাখ ৭০ হাজার ডলার আয় করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই খাত থেকে ৮৮ কোটি ২৩ লাখ ডলার করেছিল বাংলাদেশ। এর ৯৫% ই উৎপাদিত হয় বেসরকারি পাটকলগুলোতে। দেশে বেসরকারি পাটকলের সংখ্যা ২৫৯টি। অন্যদিকে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ছিলো ২৬টি। নারায়ণগঞ্জের মনোয়ার পাটকল বাদে বাকি ২৫টি পাটকল চালু ছিলো। সরকার ২০২০ সালের ১ জুলাই সকল রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ ঘোষণা করে। সে সব পাটকলে কর্মরত ২৪,৮৮৬ জন শ্রমিককে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক বা বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়ে পেনশন প্রদান করা হয়। এজন্য সরকারের বাজেট ছিলো ৫০০০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জের আদমজী নগরে ১০০০ তাঁত নিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম হিসেবে খ্যাত ও বাংলাদেশের প্রথম পাট কল আদমজী পাটকল স্থাপিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এই পাটকলটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ২০০২ সালের ৩০ জুন পাটকলটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের পাটকল ছিল ৭৩ টি। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ছিলো ৭৮টি। নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা বাংলাদেশের প্রধান ৩টি পাটশিল্প অঞ্চল। ১৯৭৮ সালে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

➲ **BJMC:**

পূর্ণরূপ- Bangladesh Jute Mills Corporation; ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণে ২৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ও ৩টি নন জুট মিল ছিলো। এটি সারাদেশে ১৮২টি ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের থেকে পাট ক্রয় করতো।

BJMC এর অধীনে থাকা ৩টি নন জুট মিল:

১. জুটো ফাইবার গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লি., চট্টগ্রাম।

২. মিলস ফার্নিসিং লি., চট্টগ্রাম।

৩. গালফা হাবিব লি., চট্টগ্রাম।

*জুটনে পাটের ভাগ শতকরা ৭০। জুটন আবিষ্কার করেন ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

কাগজ শিল্প

আবহমান কাল থেকেই এ অঞ্চলে মেস্তা পাট ও তুলা থেকে কাগজ বানানো হতো। আফসানি ও তুলোট- এই দুই ধরনের কাগজ বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিলো। ১৯৫৩ রাঙ্গামাটির চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলি নদীর তীরে সর্বপ্রথম কাগজকল স্থাপিত হয়। বর্তমানে আমদানিকৃত রাসায়নিক মণ্ড দিয়ে উন্নত মানের কাগজ তৈরী হচ্ছে। মোট উৎপাদিত কাগজকে প্রধানত ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা- নিউজপ্রিন্ট (৪০%), ছাপার কাগজ (৩৫%), লেখার কাগজ (১৫%) এবং প্যাকেজিং কাগজ (১০%)।

দেশের মোট ১০৬ টি কাগজকলের মধ্যে চালু আছে ৫৫টি। এদের মধ্যে সরকারি কাগজকল ৬টি। এগুলো BCIC এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। ২০১১ সালে সহজলভ্য ও পরিবেশ বান্ধব ধইঞ্চা গাছের আঁশ দিয়ে কাগজ তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউশন। সর্বশেষ ১৩ নভেম্বর ১৯৯৪ সালে সবুজ পাটকে মণ্ড তৈরীর উপাদান হিসেবে ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা	কাঁচামাল	বিশেষ তথ্য
কর্ণফুলী পেপার মিলস	কাপ্তাই, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি	১৯৫৩	কাঠ ও বাঁশ	• বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত প্রথম কাগজ কল। • বর্তমানে মণ্ডসহ সর্ববৃহৎ কাগজকল। • এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কর্ণফুগী রেয়ন এ্যান্ড কেমিক্যাল লিমিটেড যা বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিল।
খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস	খালিশপুর, খুলনা	১৯৫৯	গেওয়া কাঠ	• এটি ছিলো এশিয়ার বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট কাগজকল। • ৩০ নভেম্বর, ২০০২ তে এটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস	পাকশী, পাবনা	১৯৭০	আঁখের ছোবড়া	• পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। • ২০০২ সালে বন্ধ হয়ে যায়।
সিলেট মণ্ড ও কাগজকল	ছাতক, সিলেট	১৯৭৬	বাঁশ ও শক্ত কাঠ	• পূর্বে নলখাগড়া ও ঘাস ব্যবহৃত হতো।

POLL QUESTION-02

✪ ২০১৯-২০ অর্থবছরে পাটজাত পন্যের রপ্তানি আয় কত?

(a) ২৩২.৭৫ কোটি টাকা

(b) ৩৪৫.২৩ কোটি টাকা

(c) ৫৭৩.৭৪ কোটি টাকা

(d) ৩৪৫. ৫৭ কোটি টাকা

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

সার শিল্প

- ১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে বাংলাদেশের প্রথম ইউরিয়া সার কারখানা 'ন্যাচারল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড' স্থাপিত হয়। কারখানাটি ২০১২ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়।
- দেশের একমাত্র দানাদার/গুটি ইউরিয়া প্রস্তুতকারী কারখানা যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড। এটিই দেশের সর্ববৃহৎ সার কারখানা। এটি চালু হয় ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১।
- বেসরকারি খাতে একক সবচেয়ে বড় সার কারখানা 'কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পনি লিমিটেড' সংক্ষেপে কাফকো। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে। এটি অবস্থিত আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।
- চায়না বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি তৈরি হয়।
- "ট্রিপল সুপার ফসফেট কমপ্লেক্স" দেশের একমাত্র ফসফেটিক সার কারখানা।
- বাংলাদেশের সার শিল্পখাত নিয়ন্ত্রিত হয় BCIC অর্থাৎ বাংলাদেশ ক্যামিকাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের মাধ্যমে। এর নিয়ন্ত্রনাধীন সার কারখানা রয়েছে ৮টি।

BCIC নিয়ন্ত্রিত সার কারাখানাসমূহ

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা	উৎপাদিত সার	কাঁচামাল	উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)
চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা	১৯৮৭	ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া	প্রাকৃতিক গ্যাস	৫,৬১,৩০০
যমুনা ফাটিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	তারাকান্দি, সরিষাবাড়ি, জামালপুর	১৯৯২	গুটি ইউরিয়া	প্রাকৃতিক গ্যাস	৫,৬১,০০০
আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৯৮১	ইউরিয়া	প্রাকৃতিক গ্যাস	৫,২৮,০০০
ইউরিয়া ফার্টিলাইার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	ঘোড়াশাল, নরসিংদী	১৯৭০	ইউরিয়া	প্রাকৃতিক গ্যাস	৪,৭০,০০০

BCIC নিয়ন্ত্রিত সার কারাখানাসমূহ

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা	উৎপাদিত সার	কাঁচামাল	উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)
পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	পলাশ, নরসিংদী	১৯৮৫	ইউরিয়া	প্রাকৃতিক গ্যাস	৯৫,০০০
TSP Complex বা ত্রিপল সুপার ফসফেট কমপ্লেক্স	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	১৯৭৪	ফসফেটিক সার, টিএসপি, এএসপি	প্রাকৃতিক গ্যাস	১,০০,০০০
ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	২০০৬	ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (DAP)	তরল অ্যামোনিয়া, সালফিউরিক এসিড ও ফসফরিক এসিড	৫,২৮,০০০
শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	২০১৬	ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম ফসফেট	প্রাকৃতিক গ্যাস	৫,৮১,০০০

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

➲ চামড়া শিল্প

২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে Product of the year ঘোষণা করেন। তারই আলোকে বর্তমানে চামড়া ও চামড়া জাত পণ্য বাংলাদেশের ৪র্থ বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য। বাংলাদেশ চামড়া উৎপাদনে বিশ্বে ৬ষ্ঠ এবং রপ্তানিতে ১১তম। ২০২০-২১ অর্থ বছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৮৪ কোটি ডলার সমমূল্যের। চামড়া রপ্তানির এই সংখ্যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় সাড়ে ১৪ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এক শতাংশ বেশি। বাংলাদেশের চামড়ার বড বাজার চীন। ১৯৪০ সালে নারায়ণগঞ্জে প্রথম 'ট্যানারি পল্লী' গঠিত হয়। ২০০৩ সালে সিদ্ধান্ত হয় সেখান থেকে সরিয়ে পরিবেশবান্ধবভাবে সাভারের হেমায়তপুরের হরিণধারায় চামড়া শিল্প নগরীতে সরিয়ে আনা হবে। চারদফা মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২১ সালের জুনের মধ্যে ২০০ একর জমি নিয়ে স্থাপিত এই শিল্পনগরীতে চামড়াশিল্প স্থানান্তরের লক্ষ্যামাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। নতুন এই চামড়া শিল্প নগরীতে ১৫৫টি ট্যানারি আছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরো দুইটি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপিত হচ্ছে।

Leather Working Group বা LWG হলো চামড়া কারখানাগুলোর বৈশ্বিক প্লাটফর্ম যার অনুমোদন ছাড়া কোন কারখানা আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি করতে পারে না।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

➲ চিনি শিল্প

বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো চিনিকল হলো নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল। এটি ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চিনিকল থেকে প্রাপ্ত আখের ছোবড়া ব্যবহৃত হয় নথ বেঙ্গল কাগজকলে। বাংলাদেশের সর্ববহৎ এবং একমাত্র লাভজনক চিনিকল ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কেরু এন্ড কোং লিমিটেড। এটিকে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং অস্ট্রেলিয়ার কারিগরি সহায়তায় এর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছে ১১৫০ টনে। এখানে চিনি, মদ, জৈব সার, চিটাগুড় ও মণ্ড তৈরি হয়। বর্তমানে দেশে ১৫টি চিনিকল চালু রয়েছে। বাংলাদেশে চিনির বার্ষিক চাহিদা ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন হলেও এই ১৫টি চিনিকলে চিনি উৎপাদন ক্ষমতা ২.১ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশের বেশির ভাগ চিনিকল রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত। বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত পাবনার ঈশ্বরদীতে এবং একমাত্র চিনি শিল্পের প্রকৌশল কারখানা রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর এন কোং (বিডি) লিঃ কুষ্টিয়াতে অবস্থিত।

* BSFIC গঠন করা হয় ১ জুলাই ১৯৭৬। এটি শিল্প মন্ত্রনালয়ের অধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর নিয়ন্ত্রণাধীন চিনি কলের সংখ্যা ১৫টি। এর সদর দপ্তর দিলকুশা, ঢাকা।

বিভিন্ন চিনিকলের তথ্য

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা	আখ মাড়াই ক্ষমতা (মেট্রিক টন)	উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন)
কুষ্টিয়া চিনিকল লিমিটেড	জগতী, কুষ্টিয়া	১৯৬১	১৫২৪	১৫,০০০
কেরু অ্যান্ড কোং বাংলাদেশ লিমিটেড	দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা	১৯৩৮	১১৫০	১১,৫০০
ঝিল বাংলা চিনিকল লিমিটেড	দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর	১৯৫৭	১,০১৬	১০,১৫০
ঠাকুরগাঁও চিনিকল লিমিটেড	ঠকুরগাঁও	১৯৫৬	১,৫২৪	১৫,২৪০
নর্থ বেঙ্গল চিনিকল লিমিটেড	গোপালপুর, নাটোর	১৯৩৩	১,৫০০	১৫,০০০
নাটোর চিনিকল লিমিটেড	নাটোর	১৯৮২	১,৫০০	১৫,০০০
পঞ্চগড় চিনিকল লিমিটেড	পঞ্চগড়	১৯৬৫	১,৫০০	১৫,০০০
পাবনা চিনিকল লিমিটেড	দাশুরিয়া, পাবনা	১৯৯২	১,৫০০	১৫,০০০
ফরিদপুর চিনিকল লিমিটেড	মধুখালী, ফরিদপুর	১৯৭৪	১.০১৬	১০,১৬০
রংপুর চিনিকল লিমিটেড	মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা	১৯৫৪	১,৫০০	১৫,০০০
রাজশাহী চিনিকল লিমিটেড	হরিয়ানা, রাজশাহী	১৯৬২	২,০০০	২০,০০০

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

সিমেন্ট শিল্প

সুনামগঞ্জে অবস্থিত ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি দেশের প্রথম সিমেন্ট কোম্পনি যা ১৯৪১ সালে স্থাপিত হয়। এই ছাতকেই বর্তমানে বাংলাদেশের তথা এশিয়ার বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা, ফ্রান্স ভিত্তিক লাফার্জ-সুরমা সিমেন্ট লি. অবস্থিত।

দেশে বর্তমানে ৩৮টি সিমেন্ট কারখানার মধ্যে উৎপাদনে আছে ৩৪ টি কারখানা যাদের ৩০টিই দেশীয় কোম্পানির। এসব কারাখনায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩ কোটি ১৩ লাখ টন সিমেন্ট উৎপাদিত হয়েছে এবং রপ্তানি করা হয়েছে ১.৪০ কোটি ডলারের। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সিমেন্ট রপ্তানি করে ভারতে। সিমেন্ট ব্যবহারে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে ২০তম। সিমেন্ট উৎপাদনের মূল উপাদান ক্লিংকার, জিপসাম, ফ্লাই অ্যাশ, গ্যাস ইত্যাদি।

সিমেন্ট কারখানা	প্রতিষ্ঠা	অবস্থান	তথ্য
ছাতক সিমেন্ট কারখানা	১৯৪১	সুনামগঞ্জ	দেশের প্রথম সার কারখানা
চিটাগাং সিমেন্ট ক্লিংকার অ্যান্ড গ্রাইন্ডিং ফ্যাক্টরি	১৯৭৩	চট্টগ্রাম	স্বাধীনতার পর স্থাপিত প্রথম সিমেন্ট কোম্পানি
মেঘনা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ	১৯৯২	নারায়ণগঞ্জ	দেশীয় মালিকানায় প্রথম বেসরকারি সিমেন্ট কারখানা
লাফার্জ-সুরমা সিমেন্ট লিঃ	১৯৯৭	সুনামগঞ্জ	সর্ববৃহৎ সিমেন্ট কারখানা

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

ইস্পাত ও প্রকৌশল শিল্প

- বাংলাদেশে ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (BSEC) এর প্রতিষ্ঠা ১ জুলাই ১৯৭৬।
- BSEC এর সদর দপ্তর কাওরানবাজার ঢাকা।
- BSEC এর অধীনে বর্তমানে প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৯টি।
- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ইস্পাত রপ্তানি করে পাকিস্তানে, ১১ জুলাই ১৯৭৮।

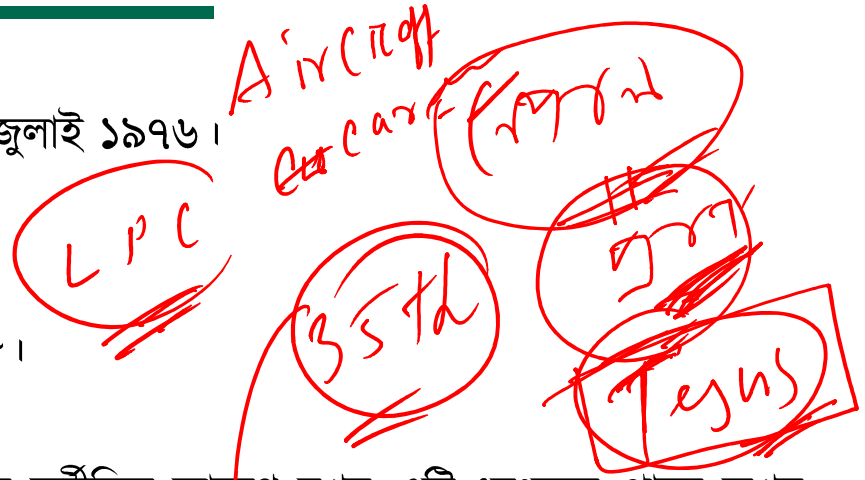

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

১৯৫৭ সালে জার্মানির সহায়তায় খুলনা শিপইয়ার্ড স্থাপিত হয়। সীমাহীন দুর্নীতির কারণে যখন এটি ধ্বংসের প্রান্তে তখন ১৯৯৯ সালে একে নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর থেকে এটি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে এবং ২০১৪ সালে ৫টি ছোট যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের কাজ হাতে নিয়ে সফল ভাবে সম্পন্ন করে। তাদের দ্বারা দেশের তৈরী প্রথম যুদ্ধ জাহাজের এর নাম 'বিএনএস পদ্মা'। ২০০৮ সালে নারায়ণগঞ্জের আনন্দ শিপইয়ার্ড কর্তৃক নির্মিত STELLA MARIS নামক জাহাজটি ডেনমার্কে রপ্তানি করার মাধ্যমে বাংলাদেশ জাহাজ রপ্তানি শুরু করে। জাপানের Mitsui Engineering & Shipbuilding Asia Pte. Ltd. বাংলাদেশে প্রথম জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগ করে। এতে তৈরিকৃত জাহাজের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা ১০,০০০ টন। বিশ্বের ৫৪.৭% শতাংশ জাহাজ বাংলাদেশে রিসাইকেল করা হয়।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

➲ বাংলাদেশের ৩টি জাহাজ নির্মাণ কারখানা:

প্রতিষ্ঠান	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা	তথ্য
খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড	লবণচড়া, খুলনা	১৯৫৭	• রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপইয়ার্ড কোম্পানি • বাংলাদেশের প্রথম জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। • দেশের প্রথম যুদ্ধজাহাজ 'বিএন এস পদ্মা নির্মাণ করে। • আরো দুইটি বড় যুদ্ধজাহাজ বা Large Patrol Craft (LPC) হলো 'বিএনএস দুর্গম', 'বিএনএস নিশান' (বৃহত্তম)।
আনন্দ শিপইয়ার্ড লিমিটেড	নারয়ণগঞ্জ	১৯৮৩	• সমুদ্রগামী জাহাজ (STELLA MARIS) রপ্তানিকারী প্রথম শিপইয়ার্ড। • জার্মানিতে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সমুদ্রগামী জাহাজের এমভি আনসুও এদের তৈরী।
ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	২০০০	• সর্ববৃহৎ জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান। ভারতে দুইটি কার্গো জাহাজ রপ্তানি করে। • ২০১৪ সালে প্রথম নিজস্ব তৈরি যাত্রীবাহী জাহাজ 'এমভি বাঙালী' তৈরি করে।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

প্রতিষ্ঠান	অবস্থান	প্রতিষ্ঠা	তথ্য
চট্টগ্রাম ড্রাইডক লি.	পতেঙ্গা চট্টগ্রাম	১৯৮৫	• ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে এটিকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে রূপান্তর করা হয়। • ২০১৪ সালে এই ডকটি প্রথম পণ্যবাহী জাহাজ নির্মাণ শুরু করে। • ২০১৫ সালে এটি সিলেট শহরের জন্য ছয়টি পায়েহাঁটা সেতু নির্মাণ করে।
নারায়ণগঞ্জ ড্রাইডক লি.	নারায়ণগঞ্জ		
ঢাকা ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	কেরানিগঞ্জ, ঢাকা	১৯৫৪	
কর্ণফুলী ডকইয়ার্ড অ্যান্ড মেরিন ওয়ার্কস প্রা. লি.	পটিয়া, চট্টগ্রাম	১৯৯৪	
এফ অ্যান্ড এফ শিপিং রিসাইক্লিং	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম		

POLL QUESTION-03

✪ শিল্পের প্রাণ বলা হয় কোন শিল্পকে?

(a) কার্পাস বয়ন শিল্প

(b) সিমেন্ট শিল্প

(c) সার শিল্প

(d) লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

ওষুধ শিল্প

ঔষুধ শিল্প বাংলাদেশের উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প। ২০০৫ সালে জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণীত হয় এবং ২০১৮ সালে ওষুধ এবং ওষুধের কাঁচামালকে বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তারই প্রেক্ষিতে বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ গুলোর মধ্যে ওষুধ উৎপাদনে শীর্ষে এবং দেশের ওষুধের চাহিদার ৯৮% দেশেই উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে দেশীয় ৪৬টি কোম্পানির ৩০০ ধরণের ওষুধ বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকার উন্নত দেশগুলোসহ ১৬০টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ২০১৯ সালে ওষুধ রপ্তানি হয়েছে ৪০৯০.০৯ কোটি টাকার যার মধ্যে ওষুধের কাঁচামাল ছিলো ২২.১৪ কোটি টাকার। বাংলাদেশ মিয়ানমারে সবচেয়ে বেশি ওষুধ রপ্তানি করে, ২য় সর্বোচ্চ করে শ্রীলংকায়।

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের Square Pharmaceuticals Lid. সর্বপ্রথম ওষুধ রপ্তানি করে। তারাই বর্তমানে বাংলদেশের বৃহত্তম ওষুধ কোম্পানি। কেনিয়াতে তারা দেশের বাইরে প্রথম ওষুধ কারখানা স্থাপন করে। এদিকে দেশের প্রথম কোম্পানি হিসেবে ২০০৫ সালে Beximco Pharmaceuticals Ltd. লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ এর তালিকা ভুক্ত হয়। ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশী কোম্পানিগুলো ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব বাবদ প্রদেয় অর্থে ছাড় পাবে।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ওষুধ কোম্পানি Essential Drugs Company Limited যা বর্তমানে দেশের সরকারী হাসপাতালগুলোতে ১১ ধরনের ওষুধ সরবরাহ করছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬ সাল থেকে বন্যা প্রবণ এলাকাগুলোর মানুষের জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি নিয়ে কাজ করছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই প্রতিষ্ঠানটির কেন্দ্র ঢাকার তেজগাঁতে হলেও খুলনায় Khulna Essential Latex Plant নামে একটি কারখানা আছে। এছাড়াও জাপানের সহায়তায় বগুড়া ও গোপালগঞ্জে আরো দুইটি প্রকল্প স্থাপনের কাজ চলছে। গোপালগঞ্জের প্রকল্পটি এশিয়ার বৃহত্তম মানসম্মত ওষুধ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ওষুধ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে ঔষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বা Directorate General of Drug Administration (DGDA), এটি ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশে ওষুধের আমদানি, রপ্তানি, তৈরি, পরিবেশন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রক সরকারি আইন প্রণয়ন করা হয় ১৯৪০ সালে। দেশে ওষুধের আমদানি, রপ্তানি, তৈরি, পরিবেশন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নাম ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর। দেশে সরকারি ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি সংখ্যা দুটি। যথা- ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

➲ বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প পার্ক:

বর্তমানে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের কাঁচামালের চাহিদার ৯০% পূরণ করা হয় ভারত থেকে আমদানি করার মাধ্যমে। এই কাঁচামালে স্বনির্ভরতা আনতে ২০০৮ সালে ECNEC মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় মেঘনা নদীর পাড় ঘেঁষে ২০০ একর জমির উপর দেশের প্রথম ওষুধ শিল্প পার্ক 'অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট' প্রতিষ্ঠার প্রকল্প অনুমোদন করে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ওষুধ শিল্পের কাঁচামালের চাহিদার ৭০% পূরণ করা সম্ভব হবে।

➲ দিয়াশলাই শিল্প

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে ম্যাচ ফ্যাক্টরি ছিল-১৮টি। ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামে চট্টলা ম্যাচ ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছিল। ম্যাচ ফ্যাক্টরিগুলোর সংস্থার নাম - বাংলাদেশ ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন। ম্যাচের কাঠি তৈরি হয় কদম ও গেওয়া কাঠ থেকে। ম্যাচের বারুদ তৈরি হয় পটাসিয়াম ক্লোরাইট, রেড ফসফরাস এবং সালফার দিয়ে।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

১) সিগারেট কারখানা

দেশে সর্ববৃহৎ সিগারেট কারখানা ব্রিটিশ-আমেরিকা টোবাকো বাংলাদেশ (BATB)। সিগারেট শিল্পে বেশি ব্যবহৃত হয়- ভার্জিনিয়া তামাক। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিল ২০০৫ জাতীয় সংসদে পাস হয় - ১৩ মার্চ, ২০০৫ (কার্যকর ২৬ মার্চ ২০০৫ থেকে)।

২) লবণ শিল্প

বাংলাদেশে লবণ উৎপন্ন হয়- কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী এবং লক্ষ্মীপুর জেলায়। লবণ উৎপাদনে দ্রাবণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম লবণ উৎপাদন শুরু করে সমুদ্র উপকূলবর্তী মালংগি নামক এক শ্রেণির চাষী। লবণ শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি হলো আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন।

বাংলাদেশের কয়েকটি শিল্প কারখানা ও তার অবস্থান

শিল্পকারখানা	অবস্থান
বাংলাদেশের টেলিফোন শিল্প সংস্থা	টঙ্গী ও খুলনা
বাংলাদেশের প্রথম কয়লা শোধনাগার	দিনাজপুর (বিরামপুর হার্ড কোল লি.)
বাংলাদেশের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা	চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম স্টিল মিল)
বাংলাদেশের একমাত্র মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি	গাজীপুর
বাংলাদেশের একমাত্র অস্ত্র কারখানা	গাজীপুর
বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিল	চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি (কর্ণফুলী রেয়ন মিল)
বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম (ইস্টার্ন রিফাইনারি)
বাংলাদেশের মোটরসাইকেলের সংযোগ কারখানা	টঙ্গী, গাজীপুর (এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড)

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

➲ পর্যটন শিল্প

❖ **বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন:** ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি পর্যটন সংস্থা "বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন" স্থাপিত হয়। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যা বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের হিসেবে ২০১৯ সালে পর্যটন বান্ধব দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ১২০তম।

➲ বাংলাদেশ পর্যটন স্থানসমূহ

❖ **কক্সবাজার:** বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতগুলোর একটি হচ্ছে কক্সবাজার। কক্সবাজার জেলার পর্যটন স্পটগুলো হলো কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, ইনানিতে পাথরের সৈকত, মহেশখালীর আদিনাথ মন্দির, হিমছড়ির ঝর্ণা, ডুলহাজারা সাফারিপার্ক।

❖ **কুয়াকাটা:** কুয়াকাটা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি সমুদ্র সৈকত ও পর্যটনকেন্দ্র। কুয়াকাটা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রসৈকত। পর্যটকদের কাছে কুয়াকাটা "সাগর কন্যা" হিসেবে পরিচিত। কুয়াকাটা দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়। সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার জিরোপয়েন্ট থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার পূর্বদিকে গড়ে তোলা হয়েছে পরিকল্পিত ইকোপার্ক। ৭০০ একর জায়গা জুড়ে এ পার্কটি অবস্থিত।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

❖ **পতেঙ্গা:** পতেঙ্গা সৈকত বন্দর নগরী চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৪ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। এটি কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত। পতেঙ্গা একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নৌ একাডেমি এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সন্নিকটে। অধিকাংশ পর্যটক পতেঙ্গা সৈকতে আসে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার জন্য।

❖ **সেন্ট মার্টিন দ্বীপ:** সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ। প্রচুর নারিকেল পাওয়া যায় বলে স্থানীয়ভাবে একে নারিকেল জিঞ্জিরাও বলা হয়ে থাকে। সেন্ট মার্টিন দ্বীপে বিভিন্ন প্রজাতির প্রবাল, শামুক-ঝিনুক, সামুদ্রিক শৈবাল, গুপ্তজীবী উদ্ভিদ, সামুদ্রিক মাছ, উভচর প্রাণী ও পাখি দেখা যায়। দ্বীপটি বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। এ দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশের মানচিত্রে দক্ষিণের সর্বশেষ বিন্দু হলো ছেঁড়া দ্বীপ।

❖ **নিঝুম বীপ:** নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত একটি ছোট দ্বীপ। ২০০১ সালের ৮ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার পূরো দ্বীপটিকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করে। নোনা পানি বেষ্টিত নিঝুম দ্বীপ হরিণ ও কেওড়া গাছের অভয়ারণ্য।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

❖ **নীলাচল:** নীলাচল বাংলাদেশের একটি পর্যটন কেন্দ্র যা বান্দরবান শহর থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় সুই হাজার ফুট উচ্চতায় টাইগার পাড়ায় পাহাড়ের উপর অবস্থিত। নীলাচল থেকে পুরো বান্দরবান শহরকে দেখা যায়। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রাস্তা সমানভাবে বিমোহিত করে পর্যটকদের।

❖ **নীলগিরি:** নীলগিরি বাংলাদেশের বান্দরবান জেলায় অবস্থিত একটি পাহাড় এবং পর্যটন কেন্দ্র। নীলগিরিকে বলা হয় বাংলাদেশের দার্জিলিং।

❖ **বগালেক:** বগাকাইন হ্রদ বা বগা হ্রদ বা স্থানীয় নামে বগা হ্রদ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উচ্চতার স্বাদু পানির একটি হ্রদ।

❖ **নাফাখুম জলপ্রপাত:** বান্দরবান জেলায় অবস্থিত একটি প্রাকৃতিক জলপ্রপাত। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত।

❖ **জাফলং:** সিলেট জেলার দর্শনীয় স্থান যা গোয়াইনঘাট উপজেলায় ভারতের মেঘালয় সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত। সিলেট থেকে জাফলং এর দূরত্ব মাত্র ৬২ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্পসমূহ

❖ **লাউয়াছড়া বন:** বাংলাদেশের ৭টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও ১০টি জাতীয় উদ্যানের মধ্যে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান চিরহরিৎ বনের একটি উল্লেখযোগ্য নমুনা। এটি একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল।

❖ এছাড়াও চিম্বুক পাহাড়, কেওক্রাডং, জাদিপাই ঝর্ণা, স্বর্ণ মন্দির, নীল দিগন্ত পর্যটন কেন্দ্র, রিজুক ঝর্ণা, চিংড়ি ঝর্ণা, ডিম পাহাড়, মারায়িংতং, দামতুয়া ঝর্ণা, প্রান্তিক হ্রদ, জীবননগর, কিয়াচলং হ্রদ, টাঙ্গুয়ার হাওড়, হাসন রাজার বাড়ি / হাসন রাজা জাদুঘর, টেকেরঘাট চুনা পাথর খনি উল্লেখযোগ্য।

POLL QUESTION -04

✪ বর্তমানে দেশে চাহিদার কত শতাংশ ওষুধ উৎপাদিত হয়?

(a) ৮০

(b) ৮৬

(c) ৯৩

(d) ৯৭

পণ্য আমদানি ও রপ্তানি

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দু প্রকার; যথা-আমদানি ও রপ্তানি।
- রপ্তানি বাণিজ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে তৈরি পোশাক।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে (মুদ্রার হিসেবে)।
- বাংলাদেশ টাকার অংকে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে চীন থেকে।
- বাংলাদেশ মেঘালয় থেকে কয়লা আমদানি করে সিলেটের তামাবিল সীমান্ত দিয়ে।
- PSI (Pre Shipment Inspection) হলো আমদানিকৃত পণ্যের গুনাগুন, ওজন পরীক্ষার জন্য প্রাক জাহাজীকরণ পণ্য পরিদর্শন।
- CRF (Clean Report of Findings) হলো আমদানি বাণিজ্যে জালিয়াতি রোধ করার জন্য একটি পদ্ধতি।
- বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ।
- বাংলাদেশ-নেপাল ট্রানজিট চুক্তি সর্বপ্রথম স্বাক্ষরিত হয়- ১৯৯৬ সালে।
- বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক মিশন ৪৪টি।

পণ্য আমদানি ও রপ্তানি

- বাংলাদেশে GSP সুবিধা দেয়ার শর্ত হলো নিটওয়্যারের ক্ষেত্রে তিন ধাপে উৎপাদন (তুলা, সুতা, কাপড়, পোশাক)।
- যুক্তরাষ্ট্র পণ্য আমদানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার প্রথা চালু করে ১৯৭৬ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের GSP সুবিধা স্থগিত করে ২৭ জুন, ২০১৩ এবং স্থিগিতাদেশ কার্যকর হয় ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে।
- তৈরি পোশাক রপ্তানিতে কোটা প্রথা প্রচলিত ছিল ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
- ২০১৫ সালে বাংলাদেশে যে দেশের বেশি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) হয় - যুক্তরাষ্ট্র।
- পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের বিশ্ব অবস্থান

২০০৯ : পঞ্চম,

২০১০ - ২০১১ : তৃতীয়,

২০১৩ – ২০১৮: দ্বিতীয়

২০১৯ - ২০২১ : তৃতীয়

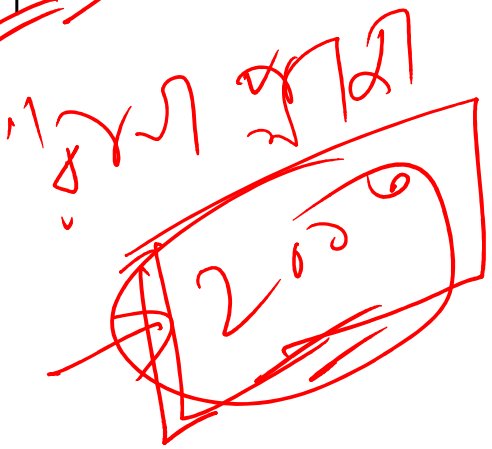

পণ্য আমদানি ও রপ্তানি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুসারে, বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০.৬৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছিলো। বিশ্বে আমদানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে ৩০তম। টাকার হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি টাকার পণ্য আমদানি করে চীন থেকে। কিন্তু পণ্যের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি আমদানি হয় ভারত থেকে। বাংলাদেশ মোট ১৭৩টি দেশ থেকে নানা ধরনের পণ্য আমদানি করে। বর্তমানে বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশ পৃথিবীতে ৪র্থ।

কোন দেশের সাথে আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্যকে বলে ঐ দেশের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি। বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক ঘাটতি সবচেয়ে বেশি- চীনের সাথে, ২য় স্থানে আছে ভারত। আমদানি রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর ধার্যকৃত করকে "ট্যারিফ" বলে।

পণ্য আমদানি ও রপ্তানি

বিভিন্ন পণ্যের আমদানির অবস্থান (২০১৯-২০)	
অবস্থান	পণ্যের নাম
১ম	ভারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম
২য়	রাসায়নিক দ্রব্য
৩য়	লোহা ও ইস্পাত
৪র্থ	খাদ্য
৫ম	অপরিশোধিত তেল

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় (২০১৯-২০)	
দেশ	আমদানি ব্যয় (বিলিয়ন ডলারে)
চীন	১০.৫৭
ভারত	৫.০৮
যুক্তরাষ্ট্র	২.০৫

পণ্য আমদানি ও রপ্তানি

➲ রপ্তানি

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুসারে, বাংলাদেশ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩২.৮৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি বাবদ আয় করেছিলো। বিশ্বে রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে ৪২তম। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি টাকার পণ্য রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জার্মানি। বাংলাদেশ মোট ১৭৩টি দেশে নানা ধরণের পণ্য রপ্তানি করে। এদের মধ্যে কৃষিপণ্য রপ্তানি করে ১২১টি দেশে। আবার, বাংলাদেশ রপ্তানি করে এমন ১০টি শীর্ষ দেশের মধ্যে ইউরোপীয়ান দেশই রয়েছে ৯টি।

পণ্য হিসেবে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তৈরি পোশাক (RMG) রপ্তানি করে। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে পাট ও পাটজাত দ্রব্য। সারাবিশ্বে পাট রপ্তানিতে বাংলাদেশ শীর্ষে। রপ্তানিমুখী শিল্পে করোনার ক্ষতি কাটাতে সরকার প্রায় সহজ শর্তে সাড়ে দশ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এ ঋণ পরিশোধের সময় ৫ বছর।

পণ্য আমদানি ও রপ্তানি

বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি আয় (২০১৯-২০)		
অবস্থান	পণ্যের নাম	রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ডলারে)
১ম	তৈরি পোশাক	২৭.৯৪৯
২য়	পাট ও পাটজাত পণ্য	৮.৮২
৩য়	কৃষিজাত দ্রব্য	৮.৬২
৪র্থ	চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	৭.৯৭
৫ম	হোম টেক্সটাইল	৭.৫৮
৬ষ্ঠ	হিমায়িত চিংড়ি	৩.৩২

দেশভিত্তিক রপ্তানি আয় (২০১৯-২০)	
দেশ	রপ্তানি আয় (বিলিয়ন ডলার)
যুক্তরাষ্ট্র	৫.৮৩
জার্মানি	৫.০৯
যুক্তরাজ্য	৩.৪৫

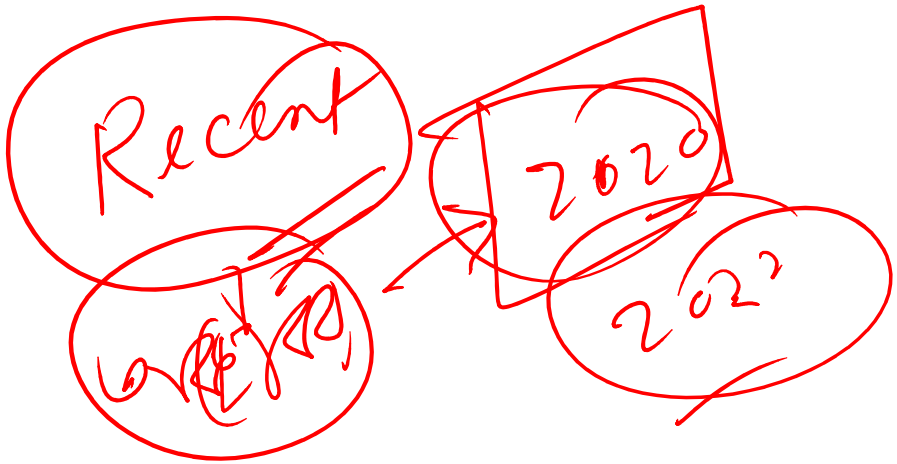

পণ্য আমদানি ও রপ্তানি

মোট আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ				
অর্থবছর	বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২০ অনুযায়ী		অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুযায়ী	
	রপ্তানি আয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	আমদানি ব্যয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রপ্তানি আয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	আমদানি ব্যয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৯-২০	৩৩.৬৭	৫৪.৭৮	৩২.৮৩	৫০.৬৯
২০১৮-১৯	৪০.৫৩	৫৯.৯১	৩৯.৬০	৫৫.৪৩

Recent

গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা

➲ তৈরী পোশাক শিল্প

বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে বড় রপ্তানিমুখী শিল্পখাত হলো তৈরী পোশাক শিল্প। বাংলাদেশে উৎপন্ন তৈরী পোশাক ২ ধরনের হয়, যথা- ওভেন ওয়্যার ও নীট ওয়্যার। এর মধ্যে ওভেন ওয়্যার বেশি রপ্তানি হয়। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম চার মাস অর্থাৎ জুলাই-অক্টোবরে ৪৬৪ কোটি ডলারের ওভেন পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৭ দশমিক ৭৬ শতাংশ কম। আলোচ্য সময়ে ৫৮০ কোটি ডলারের নিট পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্প যাত্রা শুরু করে ৬০ এর দশকে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে রিয়াজ উদ্দিন নামের এক দর্জি দোকানের মালিক বাংলাদেশের প্রথম গার্মেন্টস কারখানা ও পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রিয়াজ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টস পণ্য প্রথম রপ্তানি হয় ফ্রান্সে। প্রথম তৈরি পোশাকের চালান বিদেশে রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯৭৮ সালে। বাংলাদেশের প্রথম শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক কারখানা 'দেশ গার্মেন্টস' যাত্রা শুরু করে ১৯৭৯ সালে। এটি প্রতিষ্ঠা করেন নুরুল কাদির নামক একজন মুক্তিযোদ্ধা, সচিব ও উদ্যোক্তা।

গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে একক দেশ হিসেবে পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ২য়। প্রথম চীন, ৩য় ভিয়েতনাম। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শুধুমাত্র তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ আয় করেছে ২৭৯৫ কোটি বা ২৯.৯৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে পোশাক রপ্তানি খাত থেকে আয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোশাক রপ্তানি করে ৪০ টিরও বেশি দেশে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বাজার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৪ হাজারেরও বেশি পোশাকশিল্প কারখানা আছে এবং এ খাতে শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ৩৯ লাখ। এই শ্রমশক্তির ৮৩% ই নারী শ্রমিক।

মোট গার্মেন্টস কারখানার ৭৫% ঢাকায়, বাকিগুলো চট্টগ্রাম ও খুলনায়।

গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা

কুটির শিল্প

- বাংলাদেশে কুটির শিল্পের জন্য বিখ্যাত পণ্য রাজশাহী সিল্ক ও টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি। বাংলাদেশে সিল্ক উৎপন্ন হয় রাজশাহীতে।
- বাংলাদেশ এককালে বিশ্ববিখ্যাত ছিল ঢাকাই মসলিন বস্ত্র শিল্পের জন্য।
- তাঁতবস্ত্র বয়ন শিল্পের জন্য বাংলাদেশের বিখ্যাত স্থান ঢাকা, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নরসিংদী ও পাবনা।

পোশাকশিল্প সংক্রান্ত সংগঠন

- **Alance:** যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বসেরা গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন। এটি বাংলাদেশ থেকে তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে নেয় ৩১ অক্টোবর, ২০১৮ সালে।
- **Accord:** EU ভুক্ত গার্মেন্টস ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন।
- **BGMEA:** Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association. ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৮৩ সালে যাত্রা শুরু করা এটি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের সর্ববৃহৎ সংগঠন। BGMEA ভবন অবস্থিত কাওরানবাজারে। এর সদর দপ্তর উত্তরা, ঢাকায়। এটি একটি অলাভজনক প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান।
- **BKMEA:** পূর্ণরূপ Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, এটি বাংলাদেশ নীটওয়্যার তৈরিকারী ও রপ্তানিকারক সংগঠন। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালে।

গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা

➲ তৈরী পোশাকশিল্প সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য:

- ❖ বাংলাদেশের থেকে মোট শিল্প সেক্টরে জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে পোশাক শিল্প। তাই একে 'বিলিয়ন ডলার' শিল্প বলা হয়।
- ❖ গার্মেন্টস শিল্পে সরকারের বিধিবদ্ধ আইন ও নীতিমালাকে Compliance বলে।
- ❖ গার্মেন্টস মালিক ও বিদেশী ক্রেতাদের মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যস্ততাকারী হিসেবে কাজ করে বায়িং হাউজ। মধ্যস্ততাকারী ব্যক্তিকে বলে মার্চেন্ডাইজার।
- ❖ দেশের প্রথম গার্মেন্টস পল্লী স্থাপিত হয় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে।
- ❖ দেশের বৃহত্তম পোশাক কারখানা অবস্থিত- আশুলিয়ায়।
- ❖ দেশের ১ম পরিবেশবান্ধব ওভেন পোশাক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান - AKH ECO Apparels Ltd.
- ❖ বাংলাদেশকে গার্মেন্টস বিষয়ে ১ম প্রশিক্ষণ করে- দক্ষিণ কোরিয়ার Daewoo কোম্পানি।

গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা

- তৈরী পোশাক শিল্পকে শিশুশ্রম মুক্ত করা হয় - ১ নভেম্বর, ১৯৯৬।
- বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিলটি অবস্থিত রাঙামাটির চন্দ্রঘোনায়।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ কোটামুক্ত বিশ্ব বাণিজ্যে প্রবেশ করে ১ জানুয়ারি ২০০৫ থেকে। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়। যার ফলে কোটাপদ্ধতি উঠে যায়।
- গার্মেন্টস শিল্পের নিরাপত্তার জন্য শিল্প পুলিশ গঠিত হয়- ৩১ অক্টোবর, ২০১০।
- রানা প্লাজা সাভারে ধ্বসে পড়ে- ২৪ এপ্রিল, ২০১৩। এতে মৃতের সংখ্যা ১১২৯ জন।
- Young one বাংলাদেশের পোশাক শিল্প খাতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে থাকে।
- গার্মেন্টস শ্রমিকদের জনু ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার জন্য সরকার অনুমতি দেয় ১৩ মে, ২০১৩ সালে।
- গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৮ হাজার টাকা।
- GSP এর পূর্ণরূপ- Generalized System of Preference. যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ GSP সুবিধা পেয়ে আসছিলো ১৯৭৬ সাল থেকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এই সুবিধা স্থগিত ঘোষণা করে ২০১৩ সালে ২৭ জুন।

রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল

❖ বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ১০টি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল বা Export Processing Zone (EPZ) রয়েছে। এর মধ্যে ৮টি সরকারি, বাকি ২টি বেসরকারি। এসব EPZ এ প্রায় ৩৮টি দেশ থেকে বিনিয়োগ এসেছে। এই EPZ গুলোর নিয়ন্ত্রণকারীসংস্থা 'Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA)' বা বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ যা ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন। BEPZA-এর গভর্নর বোর্ডের চেয়ারপার্সন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

❖ বাংলাদেশের EPZ সমূহের মধ্য সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো চট্টগ্রাম EPZ, ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় স্থাপিত হয়েছিলো ঢাকা EPZ, ১৯৯৩ সালে। BEPZA থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, এই দুইটি EPZ থেকেই বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হয়েছে। দেশের একমাত্র কৃষিভিত্তিক EPZ স্থাপিত হয়েছে নীলফামারীতে, নাম উত্তরা EPZ.

রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল

❖ বাংলাদেশের দুইটি বেসরকারি EPZ ১৯৯৯ সালে স্থাপিত হয়েছিলো। প্রথম বেসরকারি EPZ হলো রাঙ্গুনিয়া EPZ, এটি চট্টগ্রামে অবস্থিত। দ্বিতীয় বেসরকারি EPZ টির নাম কোরিয়ান EPZ, ২৪৯২ একর জমির উপর স্থাপিত। এটিই আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম EPZ। এই EPZ টি দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংওয়ান গ্রুপ স্থাপন করে। বেসরকারি EPZ আইন পাস হয় ২০০১ সালে।

❖ নির্মাণাধীন ৯ম সরকারি EPZ হচ্ছে চট্টগ্রামের মিরসরাইতে, চট্টগ্রামে BEZA এর অর্থনৈতিক অঞ্চলে। এছাড়াও পটুয়াখালীতে পায়রা সমুদ্রবন্দরের কাছে এবং যশোরে আরো দুইটি EPZ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

❖ বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক EPZ হল উত্তরা EPZ (নীলফামারী)।

রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল

দেশের সরকারি ইপিজেড সমূহ			
নাম	প্রতিষ্ঠা	অবস্থান	আয়তন (একর)
চট্টগ্রাম EPZ	১৯৮৩	হালিশহর,চট্টগ্রাম	৪৫৩
ঢাকা EPZ	১৯৯৩	সাভার,ঢাকা	৩৬৫.২২
মংলা EPZ	১৯৯৯	মংলা, বাগেরহাট	২৫৫.৪১
কুমিল্লা EPZ	২০০০	বিমানবন্দর, কুমিল্লা	২৬৭.৪৬
ঈশ্বরদী EPZ	২০০১	পাকশী, পাবনা	৩০৯
উত্তরা EPZ	২০০১	নীলফামারী সদর	২১৩.৬৬
আদমজী EPZ	২০০৬	নারায়ণগঞ্জ	২৪৫.১২
কর্ণফুলী EPZ	২০০৬	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	২০৯.০৬

অর্থনৈতিক অঞ্চল

২০১০ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরি। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ১০০টি Special Economic Zone (SEZ) বা 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' স্থাপন করা। এদের মধ্যে ইতিমধ্যে ৯৩টি অনুমোদন পেয়ে গেছে, বাস্তবায়নাধীন আছে ২৮টি। এদের মধ্যে ২০টিই বেসরকারি, বাকি ৮টি সরকারি। এ সব অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হলে নতুন ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান ও ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানি সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে BEZA কর্তৃপক্ষ আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

অনুমোদনপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল গুলোর মধ্যে প্রথমটি বাগেরহাটের মোংলায় স্থাপিত হচ্ছে ভারতের বিনিয়োগে। এটিসহ ভারতের মোট ৫টি SEZ নির্মিত হচ্ছে। তবে সর্ববৃহৎ SEZ স্থাপিত হচ্ছে চট্টগ্রামে, 'মিরসরাই সোনাগাজী অর্থনৈতিক অঞ্চল' নামে পূর্বে পরিচিত এই SEZ এর বর্তমান নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর। জাপানের বিনিয়োগে SEZ স্থাপিত হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে। এটি হবে এশিয়ায় জাপানের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ। বেসরকারি SEZ হিসেবে প্রথম অনুমোদন পায় মেঘনা অর্থনৈতিক অঞ্চল।

POLL QUESTION-05

✪ কতটি দেশ EPZ সমূহে বিনিয়োগ করেছে?

(a) ৩৫

(b) ৩৬

(c) ৩৭

(d) ৩৮

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। Alliance যে দেশভিত্তিক গার্মেন্টস ব্রান্ডগুলোর সংগঠন- [৪০তম বিসিএস]
(ক) যুক্তরাজ্যের (খ) যুক্তরাষ্ট্রের (গ) কানাডার (ঘ) ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের

০২। বাংলাদেশের তৈরি জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছে– [৩৭তম বিসিএস]
(ক) ফিনল্যান্ডে (খ) ডেনমার্কে (গ) নরওয়েতে (ঘ) সুইডেনে

০৩। ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিঃ-এর উৎপাদিত সার-এর নাম কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
(ক) ইউরিয়া এবং এএসপি (খ) ইউরিয়া
(গ) টিএসপি এবং এএসপি (ঘ) ডিএপি

০৪। বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বিষয় কি? [৩৩তম বিসিএস]
(ক) প্রবাসী শ্রমিক (খ) পাট (গ) রেডিমেড গার্মেন্টস (ঘ) চামড়া

০৫। দেশের প্রথম ওষুধ পার্ক কোথায় স্থাপিত হচ্ছে? [৩০তম বিসিএস]
(ক) গজারিয়া (খ) গাজীপুর (গ) সাভার (ঘ) ভালুকা

০৬। সম্প্রতি গার্মেন্টসসহ কতিপয় দ্রব্য বিনাশুল্কে কোন দেশে প্রবেশাধিকার পেয়েছে? [২৪তম বিসিএস]
(ক) যুক্তরাষ্ট্র (খ) কানাডা (গ) জাপান (ঘ) চীন

বৈদেশিক লেনদেন ও অর্থ প্রেরণ

ক. বৈদেশিক লেনদেন

নয় মাস পর বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্য (ব্যালান্স অফ পেমেন্ট) ঘাটতিতে পড়েছে বাংলাদেশ। ২০২০-২১ অর্থবছরের ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) এই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে চার কোটি ৭০ লাখ ডলার।

অথচ মার্চ মাস শেষেও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই সূচক ৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে উদ্বৃত্ত ছিল ১৩৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার। ছয় মাসে অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে উদ্বৃত্ত ছিল সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার। সাম্প্রতিক সময়ে আমদানি বাড়ায় লেনদেন ভারসাম্য উদ্বৃত্ত থেকে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। রপ্তানি না বাড়লে এই ঘাটতি নিয়েই অর্থবছর শেষ হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ৩০ মে, ২০২১ হালনাগাদ যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায়, ৩০ জুন শেষ হতে যাওয়া ২০২০-২১ অর্থবছরের দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) বৈদেশিক লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (ব্যালান্স অব পেমেন্ট) ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৭০ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের এই দশ মাসে ঘাটতি ছিল অনেক বেশি; ৩৭৭ কোটি ২০ লাখ ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ও অর্থ প্রেরণ

গত বছরের মার্চে দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর রপ্তানির পাশপাশি আমদানিতেও ধস নামে। কয়েক মাসের মধ্যে রপ্তানি ঘুরে দাঁড়ালেও আমদানি কমতেই থাকে। ফলে লেনদেন ভারসাম্যে বড় উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। কিন্তু গত দুই-তিন মাস ধরে আমদানি বেশ বাড়ায় সেই উদ্বৃত্ত আর ধরে রাখা যায়নি; এপ্রিল শেষে তা ঋণাত্মক হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য ঘেঁটে দেখা যায়, গত ২০১৯-২০ অর্থবছর শেষ হয়েছিল ৪৮৪ কোটি ৯০ লাখ (প্রায় ৫ বিলিয়ন) ডলারের বড় ঘাটতি নিয়ে। কিন্তু ২০২০-২১ অর্থবছর শুরু হয় উদ্বৃত্ত দিয়ে। প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৩ কোটি ৪০ লাখ (৩ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন) ডলার। এর পরের তিন মাস ধারাবাহিকভাবে বাড়তে বাড়তে জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে তা ৪৩২ কোটি ২০ লাখ (৪ দশমিক ৩২ বিলিয়ন) ডলারে ওঠে।

কিন্তু দেশে করোনাভাইরাস মহামারির প্রথম ঢেউয়ের প্রকোপ কমতে থাকলে আমদানি বেড়ে যায়। সে কারণে জানুয়ারি শেষে অর্থাৎ জুলাই-জানুয়ারি সময়ে সেই উদ্বৃত্ত ২২৩ কোটি ৫০ লাখ ডলারে নেমে আসে। ফেব্রুয়ারি শেষে যা আরও কমে ১৫৫ কোটি ৭০ লাখ ডলারে নেমে আসে। জুলাই-মার্চে তা আরও কমে নেমে আসে ৭ কোটি ৯০ লাখ ডলারে। সর্বশেষ জুলাই-এপ্রিল সময়ে লেনদেন ভারসাম্যে ৪ কোটি ৭০ লাখ ডলার ঘাটতি দেখা দিলো।

বৈদেশিক লেনদেন ও অর্থ প্রেরণ

কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। সবাই বুঝতে পেরেছে করোনাকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে। সে কারণে আমদানিতে যে মন্দাভাব ছিল, সেটা আর নেই। এটা অর্থনীতির জন্য ভালো। আমদানি বাড়া মানে দেশে বিনিয়োগ বাড়া, অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার হওয়া। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি ছিল ৫১০ কোটি ২০ লাখ ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঘাটতি ছিল ৯৫৬ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য

- ভোগব্যয় বাদ দেয়ার পর জাতীয় আয়ের যে অংশ পড়ে থাকে তা-ই বিনিয়োগ।
- বাংলাদেশে বিনিয়োগ বোর্ড (BOI) গঠিত হয়- ১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি। বিনিয়োগ বোর্ড প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন।
- বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে নিয়োজিত সংস্থা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে, কিন্তু কোনা কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই - তাইওয়ানের।
- বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক ও বাণিজ্য কোনো সম্পর্কই নেই- ইসরাইলের।
- আনুষ্ঠানিকভাবে পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপের (PPP) কার্যক্রম শুরু হয় ১৫ মার্চ ২০১২।
- পদ্মা সেতু নির্মাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে মোট ব্যয়ের ৭০ শতাংশের বেশি।

বৈদেশিক লেনদেন ও অর্থ প্রেরণ

খ. অর্থ প্রেরণ

- বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির অধিকাংশ পূরণ হয়- রেমিট্যান্স থেকে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- রেমিট্যান্স অর্জনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম (২০২১)।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স অর্জন করে- সৌদি আরব থেকে।
- ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন হলো বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের একটি বৈধ মাধ্যম।
- মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমশক্তি প্রেরণের হার ৭০ শতাংশের বেশি।

মহামারির মধ্যেও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের উল্লম্ফন অব্যাহত রয়েছে। প্রতি মাসেই বাড়ছে এই অংক। অর্থনীতির সূচকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে এই সূচক।

অর্থবছরের দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) ২ হাজার ৬৫ কোটি ৬০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। গত বছর এই দশ মাসে পাঠিয়েছিলেন ১ হাজার ৪৮৬ কোটি ৮০ লাখ ডলার। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৯ শতাংশ।

প্রতি সপ্তাহেই রেমিট্যান্স প্রবাহের তথ্য প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। তাতে দেখা যায়, সবমিলিয়ে অর্থবছরের ১০ মাস ২৭ দিনে (২০২০ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২১ সালের ২৭ মে) ২ হাজার ২৬১ কোটি ৭৫ লাখ (২২.৬২ বিলিয়ন) ডলার রেমিট্যান্স এসেছে দেশে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

➲ ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইতিহাস

- ❖ বিশ্বের প্রাচীনতম ব্যাংকের নাম- শান্সি ব্যাংক (চীন)।
- ❖ বিশ্বের প্রথম সরকারি ব্যাংক- ব্যাংক অব ভেনিস (ইতালি)।
- ❖ বিশ্বের প্রথম সনদপ্রাপ্ত ব্যাংক- ব্যাংক অব সুইডেন (বিশ্বের প্রথম নোট ইস্যু করে)।
- ❖ বিশ্বের প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক- ব্যাংক অব ইংল্যান্ড (একে Mother of all Central Bank বলা হয়)
- ❖ বিশ্বের প্রথম ইসলামি ব্যাংক- মিটগামার ব্যাংক, মিশর।
- ❖ উপমহাদেশে প্রথম ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়- মুঘল আমলে।

বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক (বাংলাদেশ ব্যাংক)

(খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক

(গ) বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক:

- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ অনুসারে)।
- পূর্ব নাম ছিলো State Bank of Pakistan
- বাংলাদেশ ব্যাংক-এর স্থপতি শফিউল কাদের।
- বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় মতিঝিল, ঢাকায়।
- প্রধানের পদবী গভর্নর (মেয়াদ ৪ বছর)
- প্রথম গভর্নর- এ.এন, এম হামিদুল্লাহ।
- বর্তমান ও ১১তম গভর্নর ফজলে কবীর।
- মোট ডেপুটি গভর্নর- ২ জন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী পরিচালক অধ্যাপিকা হান্নানা বেগম।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

- প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর- বেগম নাজনীন সুলতানা।
- পরিচালনা পর্ষদের সদস্য- ৯ জন।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভাগ ও দপ্তর রয়েছে- ৫২টি। হেড অফিসসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট শাখা-১০টি। ঢাকার মতিঝিল, সদরঘাট, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, খুলনা, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ (১৬ জানুয়ারি ২০১৩)।
- সর্বশেষ শাখা ময়মনসিংহ।
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমি অবস্থিত- মিরপুর, ঢাকা।
- '১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার' সংশোধন হয় ২০২০ সালের ৯ জুলাই। এই সংশোধন অনুযায়ী গভর্নরের অবসরের বয়স বর্তমানে ৬৭ বছর।
- বাংলাদেশে IMF-এর কার্যালয় অবস্থিত আগারগাঁও, ঢাকা।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা (প্রধান কার্যালয় ব্যতীত)		
শাখার নাম	কার্যক্রম শুরু	স্বাধীনতা-উত্তর কার্যক্রম
মতিঝিল, ঢাকা	--	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
সদরঘাট, ঢাকা	১৯৫৬	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
চট্টগ্রাম	১২ জুলাই ১৯৪৮	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
খুলনা	১৯৫৪	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
রাজশাহী	--	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
বগুড়া	--	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
সিলেট	১৯৬৪	২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩
বরিশাল	১৭ নভেম্বর ১৯৯১	১৬ নভেম্বর ১৯৯১
রংপুর	২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১	২৭ ডিসেম্বর ১৯৯১
ময়মনসিংহ	--	১৬ জানুয়ারি ২০১৩

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরবৃন্দ	
নাম	মেয়াদকাল
১. এ এন এম হামিদুল্লাহ	১৮ জানুয়ারি ১৯৭২-১৮ নভেম্বর ১৯৭৪
২. এ কে এন আহমেদ	১৮ নভেম্বর ১৯৭৪-১৩ জুলাই ১৯৭৬
৩. এম নূরুল ইসলাম	১৩ জুলাই ১৯৭৬-১২ এপ্রিল ১৯৮৭
৪. শেগুফতা বখত চৌধুরী	১২ এপ্রিল ১৯৮৭-১৯ ডিসেম্বর ১৯৯২
৫. খোরশেদ আলম	২০ ডিসেম্বর ১৯৯২-২১ নভেম্বর ১৯৯৬
৬. লুৎফর রহমান সরকার	২১ নভেম্বর ১৯৯৬-২১ নভেম্বর ১৯৯৮
৭. ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন	২৪ নভেম্বর ১৯৯৮-২২ নভেম্বর ২০০১
৮. ড. ফখরুদ্দীন আহমদ	২৯ নভেম্বর ২০০১-৩০এপ্রিল ২০০৫
৯. ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ	২০ মে ২০০৫-৩০ এপ্রিল ২০০৯
১০. ড. আতিউর রহমান	১ মে ২০০৯-১৫ মার্চ ২০১৬
১১. ফজলে কবির	২০ মার্চ ২০১৬-বর্তমান

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি

১. মুদ্রা ও নোট প্রচলন

২. মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ

৩. মুদ্রানীতি প্রণয়ন

৪. ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ সংরক্ষণ

৫. সরকারের ব্যাংক

৬. নিকাশঘর

৭. বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়

৮. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ

৯. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ

১০, ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

➲ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ

১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রথমবারের মতো ৪২ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ২০০ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় (প্রতি ডলার ৮৪ টাকা ধরে) এর পরিমাণ ৩ লাখ ৫৭ হাজার কোটি টাকা।

➲ বাণিজ্যিক ব্যাংক

- সাধারণত বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন ব্যাংকগুলোকে বলা হয় তফসিলী ব্যাংক।
- বাংলাদেশের তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ৬১টি- সরকারি বানিজ্যিক ব্যাংক ৬টি, বিশেষায়িত ব্যাংক ৩টি, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৪৩টি ও বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৯টি।
- সর্বশেষ তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম সিটিজেন ব্যাংক।
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করা হয় ১৯৭২ সালে।
- শেয়ার বাজারের তালিকাভূক্ত বাণিজ্যক ব্যাংক ৩১টি।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংক লি.।
- অ-তালিকাভুক্ত ব্যাংক ৫ টি। ব্যাংক বহির্ভুত আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩৫টি।
- ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হার ৯% যা কার্যকর করা হয় ১ এপ্রিল, ২০২০।
- বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তার মোট আমানতের ১৫% বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

- বাংলাদেশে প্রথম সুদবিহীন ব্যাংকের নাম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। এটি দেশের প্রথম ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংক। প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৩ মার্চ ১৯৮৩।
- বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চলছে- ৩ ধরনের। শরীয়াহভিত্তিক, শাখাভিত্তিক এবং ইসলামী ব্যাংক কাউন্টারভিত্তিক।
- ইসলামি শরীয়াহ ব্যাংক ১১টি, সর্বশেষ যমুনা ব্যাংক লিমিটেড।
- দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক - ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।
- সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক- আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।
- সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড – এর পূর্বনাম সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক		
ব্যাংকের নাম	**প্রতিষ্ঠা**	**তথ্য**
সোনালি ব্যাংক লি.	১৯৭২	বাংলদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক।
রূপালি ব্যাংক লি.	১৯৭২	• পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রথম সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক। • সরকারি ও বেসরকারি যৌগ মালিকানাভুক্ত ব্যাংক।
জনতা ব্যাংক লি.	১৯৭২	বাংলাদেশের প্রথম রেডিক্যাশ কার্ড চালু করে।
অগ্রণী ব্যাংক লি.	১৯৭২	বাংলাদেশের প্রথম সরকারি ব্যাংক হিসেবে এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করে।
বেসিক ব্যাংক লি.	১৯৮৮	• শতভাগ রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক। • ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে অর্থায়ন করে।
বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক লি.	২০০৯	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা একীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

➲ **বিশেষায়িত ব্যাংক:** সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ও বিশেষ কাজে নিয়োজিত ব্যাংককে বলা হয় বিশেষায়িত ব্যাংক।

সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংক		
ব্যাংকের নাম	**প্রতিষ্ঠা**	**তথ্য**
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১৯৭৩	রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বৃহত্তম বিশেষায়িত ব্যাংক এবং কৃষি ঋণের প্রদান উৎস।
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১৯৮৭	দেশের উত্তরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন অংশীদার ও কৃষি ঋণ সরবরাহকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	২০১০	প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

অ-তালিকাভুক্ত বিশেষায়িত ব্যাংক	
ব্যাংকের নাম	**প্রতিষ্ঠা**
কর্মসংস্থান ব্যাংক	১৯৯৮
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক	২০১৪
গ্রামীণ ব্যাংক	১৯৮৩
জুবিলি ব্যাংক	১৫ এপ্রিল, ১৯১৩
আনসার ভিডিপি ব্যাংক	১০ জানুয়ারি, ১৯৯৬

POLL QUESTION-06

✪ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্য কত জন?

(a) ৯ জন

(b) ১৩ জন

(c) ১৫ জন

(d) ২০ জন

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

কয়েকটি ব্যাংকের বর্তমান ও পূর্ব নাম	
বর্তমান নাম	**পূর্ব নাম**
সোনালী ব্যাংক	দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান + দি প্রিমিয়ার ব্যাংক + দি ব্যাংক অব বাওয়ালপুর
অগ্রণী ব্যাংক	দি হাবিব ব্যাংক লি. + দি কমার্স ব্যাংক লি.
জনতা ব্যাংক	দি ইউনাইটেড ব্যাংক লি. + দি ইউনিয়ন ব্যাংক লি.
রূপালী ব্যাংক	দি মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লি. + দি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি. + দি অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক লি.
পূবালী ব্যাংক	ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি. (১৯৫৯)
উত্তরা ব্যাংক	ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লি. (১৯৬৫)

মুদ্রাব্যবস্থা

- মুদ্রা হলো দ্রব্য ও সেবার বিনিময়ে এবং ধার পরিশোধে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য উপাদান।
- দেশে প্রথম ১ টাকা এবং ১০০ টাকার মূল্যমানের নোট ছাড়া হয়।
- বাংলাদেশের প্রথম টাকা ও মুদ্রার নকশাকার কে জি মুস্তফা।
- উপমহাদেশের প্রথম কাগজের মুদ্রা প্রচলন করেন- লর্ড ক্যানিং
- উপমহাদেশের প্রথম মুদ্রা আইন পাশ হয়-১৮৩৫ সালে।
- উপমহাদেশের প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু হয়- ১৮৫৭ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম নোট চালু হয়- ৪ মার্চ, ১৯৭২। বাংলাদেশের ধাতব মুদ্রা চালু হয়- ১৯৭৩ সালে।
- আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশি মুদ্রার কোড- BDT
- বাংলাদেশের একমাত্র মুদ্রা জাদুঘর মিরপুরে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমিতে অবস্থিত (২০০৯ সালে স্থাপিত হয়)।
- বাংলাদেশে কাগুজে নোট চালু আছে ১০ ধরনের।

মুদ্রাব্যবস্থা

- বাংলাদেশের সরকারি নোট ৩টি- ১, ২, ৫ টাকার নোট/ মুদ্রা। সরকারি নোটে স্বাক্ষর থাকে অর্থ সচিবের।
- ব্যাংক নোট ৭টি- ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট। ব্যাংক নোটে স্বাক্ষর থাকে- গভর্নরের।
- বর্তমানে ব্যাংক রেট- ৪% (১৭ বছর পর ২৯ জুলাই, ২০২০ সালে ৫% থেকে কমিয়ে এই হার নির্ধারণ করা হয়)
- মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।
- দেশে নোট প্রচলন করে বাংলাদেশ ব্যাংক।
- ১ ও ২ টাকার নোট বিহিত মুদ্রা বা লিগ্যাল টেন্ডার ধরনের মুদ্রা ।
- বাংলাদেশ কয়েনেজ আইন (সংশোধন)- ২০১৫ জাতীয় সংসদে পাস হয় ১৫ নভেম্বর ২০১৫।
- IMF এর পরামর্শে বাংলাদেশে মুদ্রার ভাসমান বিনিময় হার (ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট) চালু হয় ৩১ মে ২০০৩।
- বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি Security Printing Corporation (Bangladesh) Ltd প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৮ সালে। এর অবস্থান শিমুলতলী, গাজীপুর। সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লি. থেকে মুদ্রিত প্রথম নোট ১০ টাকার নোট।

বাংলাদেশের বিভিন্ন মুদ্রা

মুদ্রা মান	ধরন	প্রবর্তনকাল	মন্তব্য
১ টাকা	কাগুজে	৪ মার্চ, ১৯৭২	বাংলাদেশের প্রথম কাগজের মুদ্রা
	ধাতব	১৯৭৫	শ্লোগান: পরিকল্পিত পরিবার, সবার জন্য খাদ্য
২ টাকা	কাগুজে	১৯৮৮	ছবি: কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ
	ধাতব	২০০৪	শ্লোগান: 'সবার জন্য শিক্ষা
৫ টাকা	কাগুজে	১৯৭২	ছবি: নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ
	ধাতব	১৯৯৪	ছবি: বঙ্গবন্ধু সেতু
১০ টাকা	কাগুজে	১৯৭২	ছবি: বায়তুল মোকাররম মসজিদ
	পলিমার	২০০০	অস্ট্রেলিয়া থেকে মুদ্রিত হতো
২০ টাকা	কাগুজে	১৯৭৯	ছবি: ষাট গম্বুজ মসজিদ
৫০ টাকা	কাগুজে	১৯৭২	ছবি: জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম মই দেয়া'
১০০ টাকা	কাগুজে	৪ মার্চ, ১৯৭২	ছবি: তারা মসজিদ
২০০ টাকা	কাগুজে	১৭ মার্চ, ২০২০	ছবি: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৫০০ টাকা	কাগুজে	১৯৭৬	জার্মানি থেকে মুদ্রিত হয়
১০০০ টাকা	কাগুজে	২৭ অক্টোবর, ২০০৮	ছবি: কার্জন হল

MFS সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

SI	Name of the MFS service	Name of the Bank
1	Rocket	Dutch Bangla Bank Ltd
2	bKash	Brac Bank Ltd
3	MYCash	Mercantile Bank Ltd
4	Islami Bank mCash	Islami Bank Bangladesh Ltd
5	t-cash	Trust Bank Ltd
6	First Pay SureCash	First Security Islami Bank Ltd
7	U Cash	United Commercial Bank Ltd
8	OK Banking	One Bank Ltd
9	Rupali Bank SureCash	Rupali Bank Ltd
10	TeleCash	Southeast Bank Ltd
11	BCB SureCash	Bangladesh Commerce Bank Ltd

SI	Name of the MFS service	Name of the Bank
12	Jamuna Bank SureCash	Jamuna Bank Ltd
13	Islamic Wallet	Al-Arafah Islami Bank Ltd
14	Spot Cash	Standard Bank Ltd
15	Meghna Bank Tap n Pay	Meghna Bank Ltd
16	Nagad	Bangladesh Post Office

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

➲ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ❖ বাংলাদেশের যৌথমূলধনী কোম্পানি ব্যাংকসমূহ গঠিত হয় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী এবং পরিচালিত হয় ১৯৯১ সালের ব্যাংকিং কোম্পানি আইন অনুযায়ী।
- ❖ বেসরকারিভাবে বাংলাদেশে ১ম ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয় ১৯৮১ সালে।
- ❖ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ১ম বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক AB Bank (১৯৮২ এর পূর্বনাম আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড)।
- ❖ বাংলাদেশের প্রথম বিদেশি ব্যাংক হচ্ছে- Standard Chartered Bank. এরাই প্রথম টেলিফোন ব্যাংকিং চালু করে।
- ❖ বেসরকারি খাতে সর্বপ্রথম অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যাংক দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড।
- ❖ বাংলাদেশে ১ম SME Mobile Banking চালু হয় ১৫ মে, ২০১১ সালে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

- Fast Track Banking চালু করে- ডাচ বাংলা ব্যাংক, সবচেয়ে বেশি বুথও আছে তাদের।
- প্রথম Ready cash card চালু করে- জনতা ব্যাংক।
- প্রথম Master Card চালু করে - National Bank.
- প্রথম Electric Cash management product চালু করে- City Bank.
- Agent banking চালু করে Bank Asia.
- IFIC Bank দীর্ঘদিন মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।
- বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় - ৩১ অক্টোবর ১৯৭২।
- বাঙালি মালিকানার প্রথম ব্যাংকের নাম- ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক (বর্তমানে পূবালী ব্যাংক লিমিটেড)।
- সর্বপ্রথম বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত ব্যাংক উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড।
- বাংলাদেশে গ্রামীণ ব্যাংক চালু হয় ২ অক্টোবর ১৯৮৩ (প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস)।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক - ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড।

POLL QUESTION-07

✪ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট এর প্রধান উদ্দেশ্য কি?

(a) সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করা

(b) অপ্রদর্শিত আয় চিহ্নিত করা

(c) কর আদায় বৃদ্ধি করা

(d) কালো টাকা সাদা করা

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। বাংলাদেশের অন্যতম বিশেষায়িত ব্যাংক- **[৩৮তম বিসিএস]**

(ক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (খ) সোনালী ব্যাংক (গ) অগ্রণী ব্যাংক (ঘ) রূপালী ব্যাংক

০২। বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে– **[৩৭তম বিসিএস]**

(ক) ব্র্যাক ব্যাংক (খ) ডাচ-বাংলা ব্যাংক (গ) এবি ব্যাংক (ঘ) সোনালী ব্যাংক

০৩। কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সনে? **[২৭তম বিসিএস]**

(ক) ১৯৯৫ (খ) ১৯৯৬ (গ) ১৯৯৮ (ঘ) ২০০১

বাংলাদেশের বীমা ও পুঁজি বাজার

➲ বীমা:

বীমা হলো মানুষের সহায় সম্পদ ও মৃত্যুজনিত ক্ষতির বিপক্ষে আর্থিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। একে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে ঝুঁকিবন্টন ব্যবস্থাও বলা হয়।

- ❖ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম বীমা কোম্পানি চালু হয়- ১৯২৮ সালে।
- ❖ বাংলাদেশের বীমা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ খুদা বক্স।
- ❖ ১৯৬০ সালের ১ মার্চ তৎকালীন আলফা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যোগদান করেন।
- ❖ বীমা খাত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান IDRA- Insurance Development & Regulatory Authority
- ❖ বীমাখাত বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে, পূর্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল।
- ❖ বাংলাদেশে বীমা সংস্থাগুলোকে জাতীয়করণ করা হয় ১৯৭২ সালে।

বাংলাদেশের বীমা ও পুঁজি বাজার

- বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৭৯টি বীমা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এদের মধ্যে ১টি সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন, ১টি সরকারি সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, ৩২টি বেসরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ৪৫টি বেসরকারি সাধারণ বীমা কর্পোরেশন রয়েছে।
- বীমা কর্পোরেশন আইন পাস হয় ১৯৭৩ সালে। ১৪ মে, ১৯৭৩ সালে ১৫ ধরনের সেবা নিয়ে সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। [সূত্র : বাংলাপিডিয়া]
- বাংলাদেশের প্রচলিত বীমা আইনটি ২০১০ সালের।
- ২০২০ সালের ১ মার্চ প্রথমবারের মত বীমা দিবস পালিত হয়।
- ২৩ জুন, ২০২০ তারিখে ৭৯তম বীমা কর্পোরেশন "আস্থা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড" যাত্রা শুরু করে।
- বাংলাদেশে চালু একমাত্র বিদেশি বীমা কোম্পানির নাম- American Life Insurance Company (Alico)
- জীবন বীমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন ৩০ কোটি (পূর্বে ছিল ৭.৫০ কোটি)।
- সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধন ৪০ কোটি (পূর্বে ছিল ১৫ কোটি)।

বাংলাদেশের বীমা ও পুঁজি বাজার

পুঁজি বাজার:

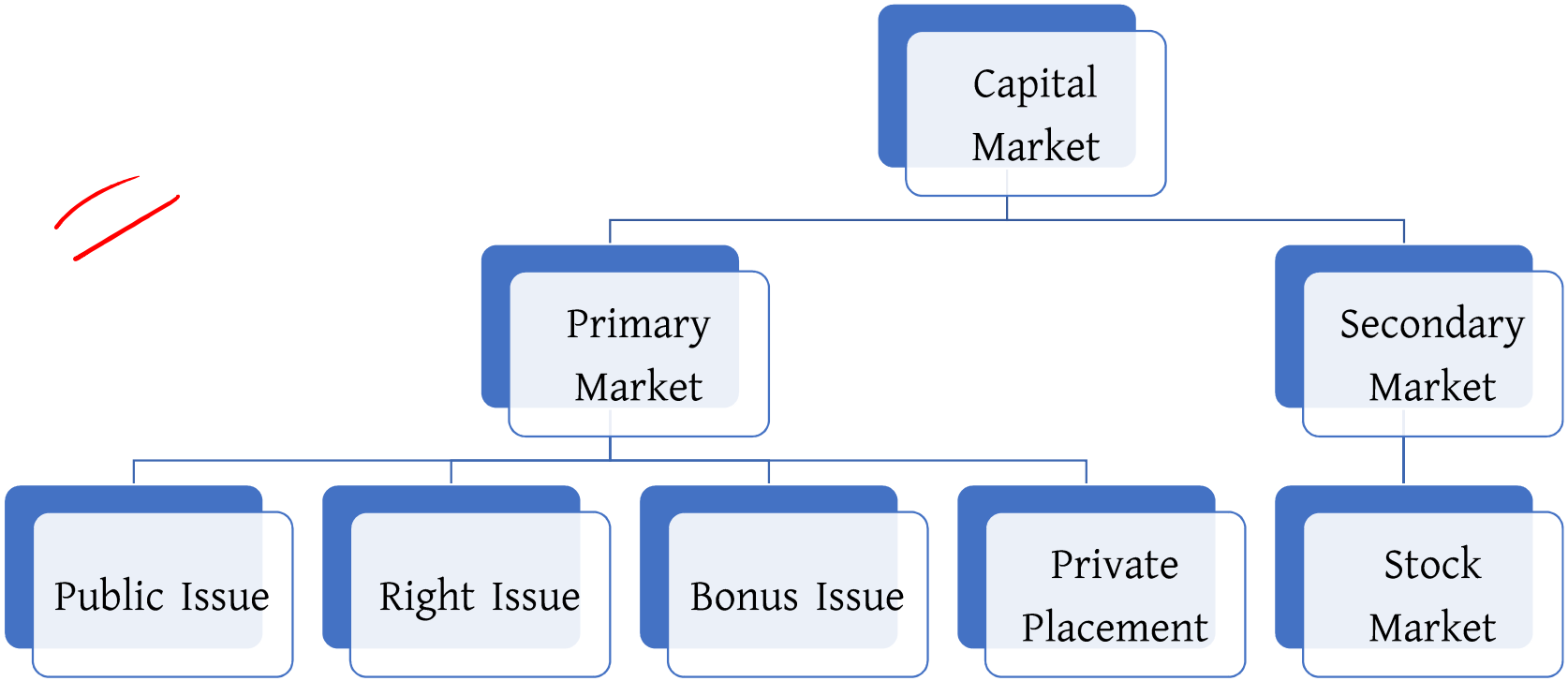

বাংলাদেশের বীমা ও পুঁজি বাজার

➲ পুঁজি বাজার:

- ❖ ১৯৫৪ সালে ঢাকার মতিঝিলে বাংলাদেশের প্রথম ও বৃহত্তম শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ❖ দেশের দ্বিতীয় শেয়ার বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড সরকারের ২৭% এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও বীমার ৭৩% শেয়ার বহন করেন।
- ❖ বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC: Bangladesh Securities and Exchange Commission) বাংলাদেশের শেয়ার বাজারনিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান।
- ❖ IPO- Initial Public Offerings, কোম্পানীর প্রাথমিক শেয়ার বিক্রির নাম।
- ❖ শেয়ার লেনদেনের ইলেকট্রোনিক ব্যবস্থা ডি-ম্যাট। Blue chip হলো পুজি বাজারে ভালো মূল্যভিত্তিক কোম্পানি শেয়ার।

বাংলাদেশের বীমা ও পুঁজি বাজার

- Bull Market হলো মার্কেটের শেয়ারের দাম বেড়ে যাওয়া ও Bear Market মার্কেটের শেয়ারের দাম কমে যাওয়া।
- Face Value শেয়ারের প্রাথমিক মূল্য। Circuit Braker হলো শেয়ার দর পতন নিয়ন্ত্রণ করা।
- **বন্ড:** ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিই হচ্ছে বন্ড। প্রচলিত বন্ডে সুদ, ফাটকা ইত্যাদি থাকায় তা শরিয়াহসম্মত নয়। দেশের শরিয়াভিত্তিক প্রথম ইসলামি বন্ডের নাম 'সুকুক'। 'সুকুক' আরবি শব্দ (অর্থ: সিলমোহর লাগিয়ে কাউকে অধিকার ও দায়িত্ব দেওয়ার আইনি দলিল)। সুকুক ছাড়ার দিক থেকে বিশ্বে প্রথম দেশ মালয়েশিয়া।

POLL QUESTION-08

✪ স্টক এক্সচেঞ্জে সার্কিট ব্রেকারের কাজ কি?

(a) স্টক বিশ্লিষ্ট করার এক পদ্ধতি

(b) শেয়ারের মূল্যের পরিবর্তনের এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা

(c) ব্রোকার হাউজগুলোর জন্য একটি নীতি

(d) বোনাস শেয়ার বিতরনের এক ধরনের সীমাবদ্ধতা

বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

০১। বাংলাদেশে শেয়ারবাজার কার্যক্রম কোন সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে? [৩৪তম বিসিএস]

(ক) অর্থ মন্ত্রণালয়
(খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক
(ঘ) সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন

০২। স্টক শেয়ারে প্রবর্তিত নতুন পদ্ধতি কোনটি? [২৬তম বিসিএস]

(ক) ডিভিডেন্ড (খ) ডিভ্যালু (গ) ডিম্যাট (ঘ) ডিসকাউন্ট

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়